



20368 - যারা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেনি কিংবা তাদের দেশে এটি ঘটেনি তাদের জন্য চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে নামায পড়া শরিয়তসম্মত নয়

প্রশ্ন

পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যোতির্বিদদের হিসাবের ওপর নির্ভর করে আমরা কি চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে নামায আদায় করব? যদি অন্য কোন দেশে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় আমরা কি নামায আদায় করব; নাকি চরমক্ষে আমাদে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ দেখা আবশ্যিকীয়?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যে দেশে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়নি সেই দেশবাসীর জন্য চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে নামায পড়া শরিয়তে অনুমোদিত নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার নির্দেশকে এবং এর সাথে যা কিছু উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; ‘শীঘ্রই গ্রহণ সংঘটিত হবে’ কিংবা ‘অমুক দেশে ঘটবে’ জ্যোতির্বিদদের এমন সংবাদে সাথে সম্পৃক্ত করেননি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নামায, দোয়া, যকিরি ও ইস্তিগফারের নির্দেশে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত; জ্যোতির্বিদদের হিসাবের সাথে নয়

মুসলমানরো যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করবে তখন সালাতুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণে নামায) আদায় করা, যকিরি করা ও দোয়া করার নির্দেশে সম্বলতি হাদিসগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে সহহি সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দেশসমূহের মধ্য থেকে দুইটি নির্দেশ। কারণ মরণ বা জীবনের কারণে যে দুটোর গ্রহণ সংঘটিত হয় না। কিন্তু আল্লাহই এ দুটোকে প্রেরণ করেন; যাত্রে এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। যখন তোমরা গ্রহণ প্রত্যক্ষ করবে তখন নামায আদায় করবে, দোয়া করবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রহণ দূরীভূত হয়”। অপর এক ভাষ্যে এসেছে: “যখন তোমরা গ্রহণ প্রত্যক্ষ করবে তখন



ভয়ার্তচত্বিতে আল্লাহ্‌র যকিরি, দগোয়া ও ইস্তগিফাররে দকিে ছুটে আসবে”। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায, দগোয়া, যকিরি ও ইস্তগিফাররে নরিদশেকে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্শ করার সাথে সম্পূকৃত করছেন; হিসাবকারীদরে হিসাবরে সাথে নয়।

তাই মুসলমানদরে ওপর আবশ্যক হলো: সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, সুন্নাহর ভিত্তিতে আমল করা এবং সুন্নাহ বরিগৌী সবকিছু থেকে সতর্ক থাকা।

পূর্বগৌকৃত আলগৌচনার ভিত্তিতে জানা যায়, যারা হিসাবকারীদরে হিসাবরে ওপর নরিভর করে গ্রহণরে নামায আদায় করছেন তারা ভুল করছেন এবং সুন্নাহর বরখলৌফ করছেন।

যে দেশে চন্দ্র-সূর্যরে গ্রহণ ঘটনেসইে দেশেবাসীরা জন্য চন্দ্র-সূর্যগ্রহণরে নামায পড়া শরয়িতে অনুগৌদতি নয়

আরও জানা উচতি যে দেশে গ্রহণ সংঘটিতি হয়নি সইে দেশেবাসীরা জন্য গ্রহণরে নামায আদায় করা শরয়িতে অনুগৌদতি নয়। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার নরিদশেকে এবং এর সাথে যা কিছু উল্লখে করছেন সেগৌলগৌকে গ্রহণ দেখোর সাথে সম্পূকৃত করছেন; ‘শীঘ্রই গ্রহণ সংঘটিতি হবে’ কথিবা ‘অমুক দেশে ঘটবে’ জ্যগৌর্তুবিদিদরে এমন সংবাদরে সাথে সম্পূকৃত করনেনি। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘রাসূল তগৌমাদরেকে যা দয়িছেন তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু থেকে নশিধে করছেন তা থেকে বরিত থাক।’ [সূরা হাশর, আয়াত: ৭] তনি আরও বলনে: ‘অবশ্যই তগৌমাদরে জন্য রয়ছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ।’ [সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] তনি আরও বলনে: ‘অতএব, যারা তার আদশে বরিদুধাচারণ করে তারা যনে তাদরে ওপর কঠনি পরীক্শা কথিবা ক্শটদায়ক আযাব আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকে।’ [সূরা নূর, আয়াত: ৬৩]

এটি সুবদিতি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধকি ইলমধারী ও মানুষরে জন্য সর্বাধকি কল্যাণকামী এবং তনি আল্লাহ্‌র পক্শ থেকে তাঁর বধিবিধিানে প্রচারক। যদি চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণরে নামায হিসাবকারীদরে সংবাদরে ভিত্তিতে পড়া শরয়িতরে বধিান হত কথিবা যে কোন স্থানে সংঘটিতি হওয়ার সাথে সম্পূকৃত হতো, যে গ্রহণ কেবেল সংশ্লষ্টি অঞ্চলরে অধবাসীরা ছাড়া অন্যরৌ প্রত্যক্শ করে না; তাহলে তনি সটৌ বরণনা করতনে এবং উম্মাহকে সে ব্যাপারে দকিনরিদশেনা দতিনে। যহেতু তনি সটৌ বলনেনি; বরঞ্চ বপিরাতিটাই বলে গছেন এবং চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্শ করার উপর নরিভর করার প্রতি উম্মাহকে দকিনরিদশেনা দয়িছেন; এর থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্শ করনে কথিবা তার দেশে সটৌ ঘটনে তার জন্য চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণরে নামায পড়া শরয়িতসম্মত নয়। আল্লাহ্ তাওফকি দয়োর মালকি।